যায়যায়দিন

তারিখ ....4 APR. 2012
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২...

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মঙ্গলবার রাজধানীর বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে ডিজিটাল ক্লাসরুম উদ্বোধন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রক্তমাত '৭১ পরিদর্শন করেন -ফোকাস বাংলা

সাড়ে ২০ হাজার হাইস্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সরকার আগামী বছর দেশের সাড়ে ২০ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করবে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্কুলে নিজস্ব উদ্যোগে এই ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ ও বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজে ডিজিটাল ক্লাসরুম উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ, কলেজদ্বয়ের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে নানা উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষা খাতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সবস্তরে সব ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান, ১ জানুয়ারি ক্লাস শুরু করা, ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা, ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু করা, ৬০ দিনের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা, পরীক্ষা, ভর্তি, নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারসহ নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার মন মানসিকতায় যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি যেসব স্কুল-কলেজের আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে, তাদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, কলেজ দুইটির মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেকটিতে ২৫টি করে ক্লাসরুমে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টাচ স্ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত এসব মাল্টিমিডিয়া স্ক্রিনের মাধ্যমে শিক্ষকরা নিজেদের প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট দিয়ে শ্রেণীপাঠ সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করছেন। চিরাচরিত শিক্ষা উপকরণ চক-ডাস্টার আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা মাল্টিকালার উপস্থাপনার কারণে চলমান ছবির মাধ্যমে বিষয়সমূহ সহজেই বুঝতে পারছে। এ পদ্ধতির শ্রেণীপাঠদান কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব। কলেজগুলোতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করতে এক কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুইটির বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২ হাজার।